দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ AUG 30 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সনদ বাণিজ্য

উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ হাতের মুঠায় পাওয়ার মধ্য দিয়াই একজন মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির মাধ্যমে এই সনদ অর্জন করিতে হয়। পড়াশুনা তথা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সনদের শ্রেণী বিন্যাস হয়-ইহাই স্বীকৃত বা প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু ইদানীং কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা সনদ দেওয়া হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। গত ২৫ আগষ্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে ফাউন্ডেশন ফর কোয়ালিটি এডুকেশন আয়োজিত 'ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয়' শীর্ষক এক গোল টেবিল আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম, আসাদুজ্জামান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সনদের বাণিজ্য করিতেছে। পরীক্ষায় কম নম্বর দিলে শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হইতেছে। মালিকপক্ষের হুমকিও রহিয়াছে। অধ্যাপক আসাদুজ্জামান অভিযোগ করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাস্তবায়ন করায় তাহারা তাহাকেও হুমকি দিয়াছে। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন বলিয়াই তিনি মান নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু মালিকেরা প্রভাবশালী হওয়ায় আইন বাস্তবায়নে বাধা দিতেছেন। গোল টেবিল আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, তাহাকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে 'এ' দিতে বাধ্য করিয়াছে। গত মে মাসে একটি সহযোগী দৈনিকে 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কথন' শিরোনামে সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্টের এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনার্সে থার্ড ক্লাসধারী এক ছাত্রকে গত বছর উত্তরার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে যোগাযোগ করা হইলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, "থার্ডক্লাস পাওয়া আরও কেউ থাকলে নিয়ে আসুন 'এ' গ্রেড পাইয়ে দেবো।" একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং উপাচার্যের এই ধরনের নিশ্চয়তাসূচক বক্তব্যের পর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষা নয় টাকাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে উচ্চমানের সার্টিফিকেট বিক্রি করাই তাহাদের লক্ষ্য। সেই জন্য খোদ শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক এইসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করা চলে। পত্রিকার রিপোর্টে আরও বলা হয়, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে পরিণত হইয়াছে। অবস্থাটা এমন যে, আসো, টাকা দাও, ঘোরাফিরা করো সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে যাও।

দেশব্যাপী জনসংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান না হওয়া ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ঐসব বিদ্যাপীঠে ধারাবাহিক সেশনজটের ফলে বাংলাদেশ হইতে প্রতিবছর প্রতিবেশী ভারতসহ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়। ইহাতে মেধা পাচারের সাথে সাথে কষ্টার্জিত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও পাচার হয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, মেধা ও অর্থ পাচার রোধকল্পে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইন পাস করে। এই পর্যন্ত দেশে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের একাডেমিক কর্মকাণ্ড তথা সাফল্যের মধ্য দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু বাকীগুলির অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। নিজস্ব ক্যাম্পাস নাই, কোন কোনটির ভিসি নাই, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নাই, চরম অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বিরাজমান, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে রাখা হইয়াছে পরিবারের লোকদের, শিক্ষক সংখ্যা হাতেগোনা, ছাত্রদের পড়ায় কলেজের শিক্ষকগণ এবং জুনিয়র শিক্ষকগণ যাহারা সবেমাত্র পড়াশুনা সমাপ্ত করিয়াছেন। সিনিয়র শিক্ষক নাই বলিলেই চলে। ইহাছাড়া ভাড়া করা ভবন, খন্ডকালীন শিক্ষক,দুর্বল অবকাঠামো, নামমাত্র লাইব্রেরী, অনুন্নত ল্যাবরেটরি, অপর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, পাঠদানে গরমিল, পরীক্ষা গ্রহণে অস্বচ্ছতা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুসরণে গরমিল ইত্যাদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বর্তমান চিত্র। এই অবস্থায় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করে, উচ্চ শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হইতেছে। অনেকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে শিক্ষা বিক্রির মত। একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষাকে বিদেশেও যে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয় নাই তাহা ঠিক নয়। উন্নত দেশগুলির সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অভিন্ন নয়। কোনটা আন্তর্জাতিক মানের আবার কোনটা এ,বি,সি বা সাধারণ ক্যাটাগরির, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড, এমআইটি বা ইয়েল ইউনিভার্সিটির মানের সব বিশ্ববিদ্যালয় নয়। তবে আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিরাজমান অনিয়ম অন্য দেশে আছে কি না উহার নজির এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে প্রায় ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়াশুনা করিতেছে। ক্রমাগত এই সংখ্যা বাড়িতেছে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাহাতে সত্যিকার অর্থে উচ্চ শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয় সেইজন্য সকলকে আন্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মহতী উদ্যোগ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হইবে।